দৈনিক খবর

তারিখ 24 APR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

045

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এক সিদ্ধান্তক্রমে গুরুদয়াল সরকারী কলেজ থেকে স্নাতক পর্যায়ে বি,এসসি, বি-কম (পাস) কোর্স প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে জেলার ১৩টি উপজেলাসহ বৃহত্তর ভাটি অঞ্চলের হাজার হাজার শিক্ষার্থী চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ক্রমবর্ধমান ত্রাস, কোন্দল ও বোমাবাজির কারণে বছরের অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। এতে করে ৩ বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে ৭ বছর চলে যায়। ফলে পরীক্ষা পাসের পর ছাত্র-ছাত্রীদের চাকরির বয়স চলে যাওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তাই অধিভুক্ত কলেজসমূহে পাস কোর্সে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের বেশী আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি '৮৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ স্টেডিয়ামের ঐতিহাসিক জনসভায় কিশোরগঞ্জ মহকুমাকে জেলা ও গুরুদয়াল সরকারী কলেজে অনার্সসহ মাস্টার ডিগ্রী চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন। এতদঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী তথা অভিভাবকেরা তখন ভেবেছিল শিক্ষার সুযোগ এখন তাদের দোরগোরায়। এর জন্য আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাদের দৌড়াতে হবে না।

কিন্তু বিধি বাম, অনার্সসহ মাস্টার ডিগ্রী চালু তো দূরের কথা, ২৫ বৎসর পূর্বে চালু বিএসসি, বি-কম (পাস) কোর্সই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গুরুদয়াল সরকারী কলেজ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কারণ তাদের মতে, এই কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেহেতু এটি সরকারী কলেজ সেখানে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। কাজেই কলেজ কর্তৃপক্ষের এখানে করণীয় কিছুই নেই।

বি,এসসি-তে প্রতি বিভাগে তিনজন ও বি-কম-এ ২ জন করে শিক্ষক থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ না-কি এফিলিয়েশন দেবেন বলে শোনা যায়। গুরুদয়াল সরকারী কলেজে বিএসসি পর্যায়ে রসায়ন বিভাগে ৪ জন, পদার্থ বিভাগে ৩ জন, প্রাণী বিদ্যায় ৩ জন, গণিতে ৪ জন, জীববিদ্যায় ২ জন, ভূগোল বিভাগে ২ জন এবং বি-কম ব্যবস্থাপনায় ১ জন, হিসাব বিজ্ঞানে ২ জন, মার্কেটিং-এ ২ জন ও ইতিহাসে ২ জন করে শিক্ষক আছেন। ফলে আইন অনুযায়ী উল্লেখিত কোর্স প্রত্যাহার করে নেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে গুরুদয়াল সরকারী কলেজের ৮৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে চরম হতাশায় দিন কাটাচ্ছে। কেননা, দু'বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করেও উল্লেখিত কারণে তারা বি,এসসি, বি-কম (পাস) পরীক্ষা দিতে পারবে না। এ বছর তারা পরীক্ষা দিতে না পারলে অনেক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার পাঠ এখানেই চুকিয়ে ফেলতে হবে। কেননা, তাদের পক্ষে আর পরবর্তীতে পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হবে না।

তাই সদাশয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মানবিক কারণে উল্লেখিত ৮৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ তথা ভাটি অঞ্চলের হাজার হাজার অভিভাবকের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে গুরুদয়াল সরকারী কলেজে বি,এসসি, বি-কম (পাস) কোর্স চালু রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন— এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মুহম্মদ লুৎফর রাশিদ রানা
'মাতৃ-ছায়া'
৮১, তারাপাশা, কিশোরগঞ্জ।